ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪১৪৪
আগরতলা,২৩ মার্চ,২০২০

কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় ২৪ মার্চ দুপুর ২টা থেকে ৩১ মার্চ বিকেল ৫টা পর্যন্ত ত্রিপুরাকে লকডাউন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

করোনা ভাইরাস অর্থাৎ কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলা করতে রাজ্য সরকার আগামীকাল ২৪ মার্চ, ২০২০ দুপুর ২টা থেকে ৩১ মার্চ, ২০২০ বিকেল ৫টা পর্যন্ত ত্রিপুরাকে লকডাউন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার ১৩ মার্চ থেকে রাজ্যে ১৪৪ ধারা জারি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ১৪৪ ধারার নিয়মকানুন মেনে চলার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। এই সময়ে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রাজ্যবাসীকে বাড়ি থেকে না বেরোনোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই লকডাউন সময়ে রাজ্যে কোনও ধরনের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ গণপরিবহণ ব্যবস্থা থাকবে না। তবে এই ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য পরিবহণ ব্যবস্থা চালু থাকবে। পাশাপাশি জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত অফিস ও প্রতিষ্ঠানগুলি খোলা থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা দিয়ে যাতে কেউ প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সীমান্ত এলাকার পঞ্চায়েত, ভিলেজ কমিটির প্রধান, উপপ্রধান, বিডিও, পঞ্চায়েত সচিব, নির্বাচিত সদস্যদের বিশেষ নজর দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে কোনও ধরনের অবহেলা দেখা গেলে তা কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে। সীমান্ত এলাকায় বহির্দেশীয় কেউ আশ্রয় নিলে তা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানাতে হবে। এইক্ষেত্রে না জানানো হলে পরবর্তীতে জানতে পারলে আশ্রয় দেওয়া পরিবারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরাকে এই মহামারি থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সরকার সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই ক্ষেত্রে কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। বর্ডার এলাকায় আগামী ১ মাস জনতা কার্ফু মেনে চলার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বের না হওয়া, নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানান তিনি। লকডাউন চলাকালীন সময়ে জরুরি পরিষেবা যথারীতি চালু থাকবে। গ্রোসারি শপ, ওষধু, সব্জি, ফল, মাছ, মাংস, গণবন্টন ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক, এটিএম ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা চালু থাকবে। এই সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর কালোবাজারি করলে বা অবৈধভাবে মজুত, লকডাউনের নাম করে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে।

***২-এর পাতায়

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ করোনা মহামারি মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি সর্ম্পকে জানান। তিনি বলেন, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা ও প্রায়োরিটি হাউজহোল্ড মিলে ত্রিপুরার ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার পরিবারকে আগাম ১৫ দিনের রেশন বিনামূল্যে দেওয়া হবে। ২ লক্ষ ৬৬ হাজার প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রী যারা সরকারী ও সরকারী সহায়তায় চালিত বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়া করছে তাদের ১৫ দিনের মিড ডে মিলের বরাদ্দ বাবদ ১৮ কেজি চাল এবং ৫০০ গ্রাম ডাল বিনামূল্যে দেওয়া হবে। উচ্চ প্রাথমিকের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ছাত্রছাত্রীকে এই বরাদ্দ বাবদ ২৫ কেজি চাল এবং ৭৫০ গ্রাম ডাল দেওয়া হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের বাড়িতে বিনামূল্যে সরবরাহকৃত রেশন আগামী ১৫ দিনের রেশন দেওয়া হবে। সমস্ত ধরনের সামাজিক ভাতা (এপ্রিল ও মে মাসের) আগাম এপ্রিল মাসে সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে। এজন্য ৭২ কোটি টাকা ব্যয় হবে। সরকারি কোয়ারেনটিন সেন্টারগুলিতে থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসা ইত্যাদি সমস্ত ধরনের পরিষেবা সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে। COVID-19 সংক্রমণের কারণে কেউ মারা গেলে বা COVID-19 পজেটিভ রোগীর চিকিৎসা ও অন্যান্য পরিষেবার সাথে যুক্ত কেউ মারা গেলে ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। যে সকল এম জি এন রেগা প্রকল্পে জবকার্ড রয়েছে তাদের এই প্রকল্পে ১০ দিনের কাজ দেওয়া হবে। এছাড়া রাজ্য সরকার গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (পি ডি এফ) এবং শহর এলাকায় ত্রিপুরা আরবান এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম (TUEP)-এর অধীনে কাজ দেওয়া হবে। এরজন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কাজের জায়গাগুলিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য মাস্ক ও সেনিটাইজার দেওয়া হবে।

এম জি এন রেগার কাজে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি শীঘ্রই মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী ভারত সরকারের সাথে যোগাযোগ করে ৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। আসাম সরকারকে অনুরোধ করা হবে মালবাহিত লরিগুলিকে ত্রিপুরায় আসতে অনুমতি দেওয়ার জন্য। স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড থেকে সমস্ত উজ্জ্বলা যোজনার সুবিধাভোগী পরিবারগুলিকে ১ হাজার টাকা করে দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে অনুমতি চাওয়া হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর এবং খাদ্য দপ্তরের নিবেদিত সহায়তা কেন্দ্র খোলা হবে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য। সাংবাদিক সম্মেলনে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার এবং রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং উপস্থিত ছিলেন।

*****